

স্বর্গরাজ্যে তোলপাড়

একই শিরোনামের কার্টুন ছবি থেকে থাং ছেং কর্তৃক অভিযোজিত

ছবির দৃশ্য অঙ্কনে : ইয়ান দিংসিয়ান পু জিয়াসিয়াং

লিন ওয়েনসিয়াও লু ছিং

গাও ইয়াং ফাং পেননিয়ান

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়

পেইজিং

প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯

২৪, বাই ওয়ান যুয়াং, পেইজিং, চীন
গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

“স্বর্গরাজ্যে তোলপাড়” একটি চীনা প্রাচীন দীর্ঘ ফ্যাণ্টাসী উপন্যাস “পশ্চিমে তীর্থ-যাত্রা” এর কয়েকটি অধ্যায়ের ভিত্তিতে রচিত। এতে বানর রাজা সুন উখোংএর সাহস, বীরত্ব, বুদ্ধি ও সংগ্রামী চেতনার কথা বলা হয়েছে। রঙীন কার্টুন ছবি “স্বর্গরাজ্যে তোলপাড়” এই বইয়ের উপাদান।



১. ফুল ও ফলের পাহাড়ে গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে, ফল ধরে আছে। জলের পর্দা দেয়া গুহার বাইরে বিরাট জলপ্রপাত। এই সুন্দর পরিবেশে স্বাধীনভাবে ও পরমসুখে বাস করে বানর রাজা সুন উ খোং এবং তার সঙ্গীরা।



২. যুদ্ধ বিদ্যার সময় হলে শিঙ্গা আর ঢোলের শব্দে যুদ্ধ-কুঠার দিয়ে জলের পর্দা সরিয়ে দেয় দুটি ছোট্ট বানর। গুহা থেকে বেরিয়ে আসে বানর রাজা।



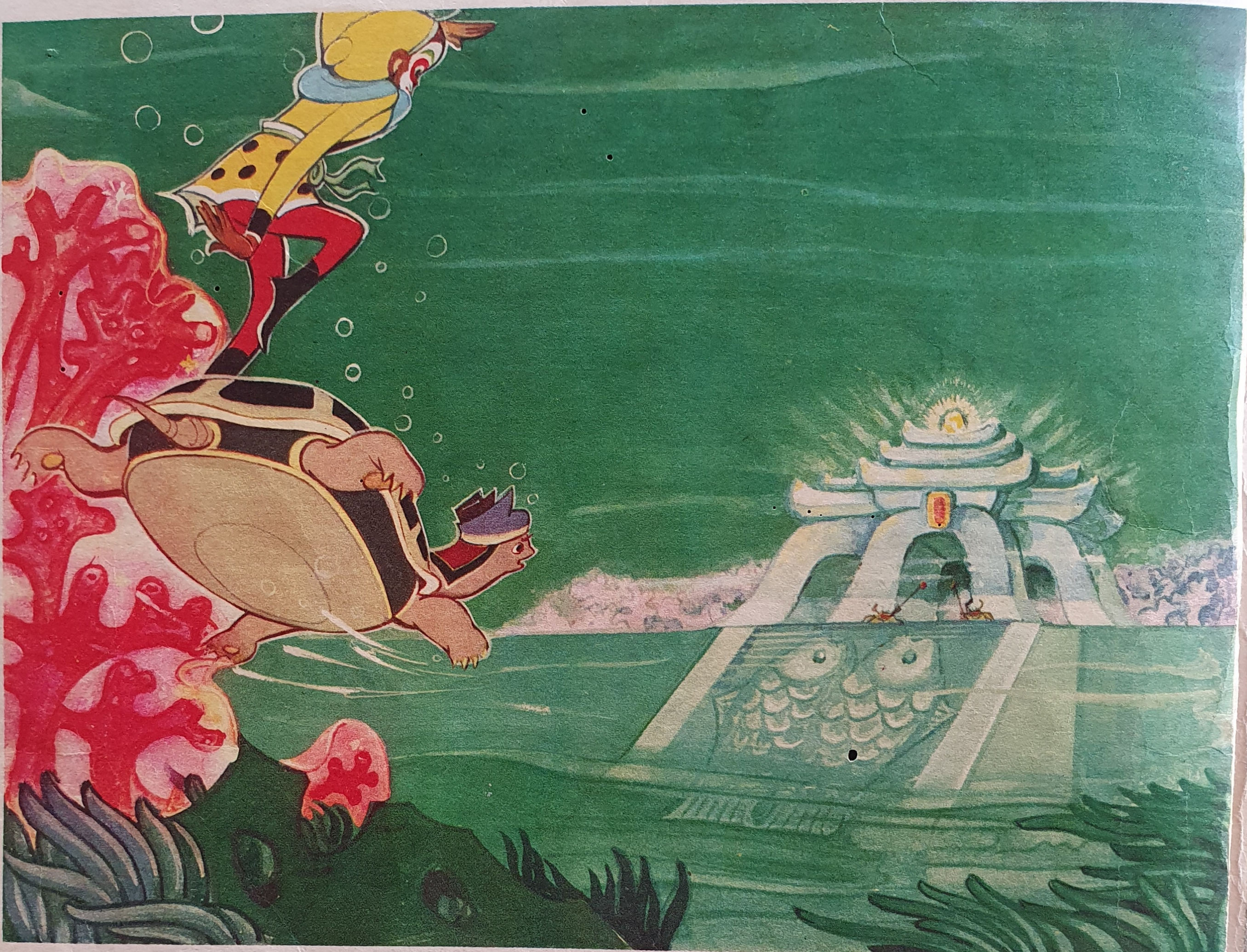
৩. সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শান বাধানো মঞ্চের ওপর বসে বানর রাজা। তাকিয়ে দেখে বানরদের যুদ্ধ বিদ্যা।



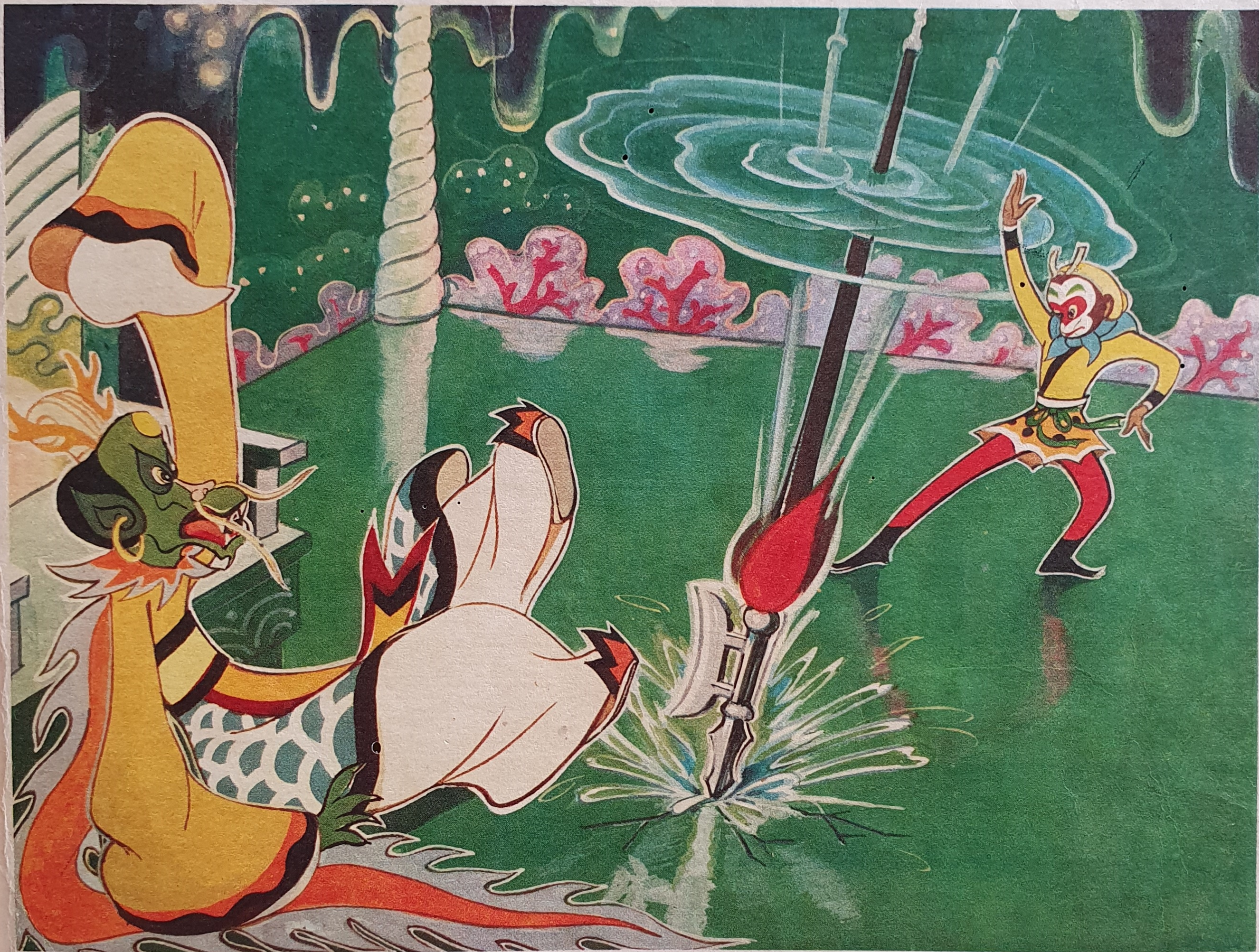
৪. দেখতে দেখতে উত্তেজনায় মাটিতে লাফিয়ে নামে বানর রাজা। সঙ্গী সাথীদের তার বীরত্ব দেখানো চাই। ঝলসে ওঠে বানর রাজার তলোয়ার।



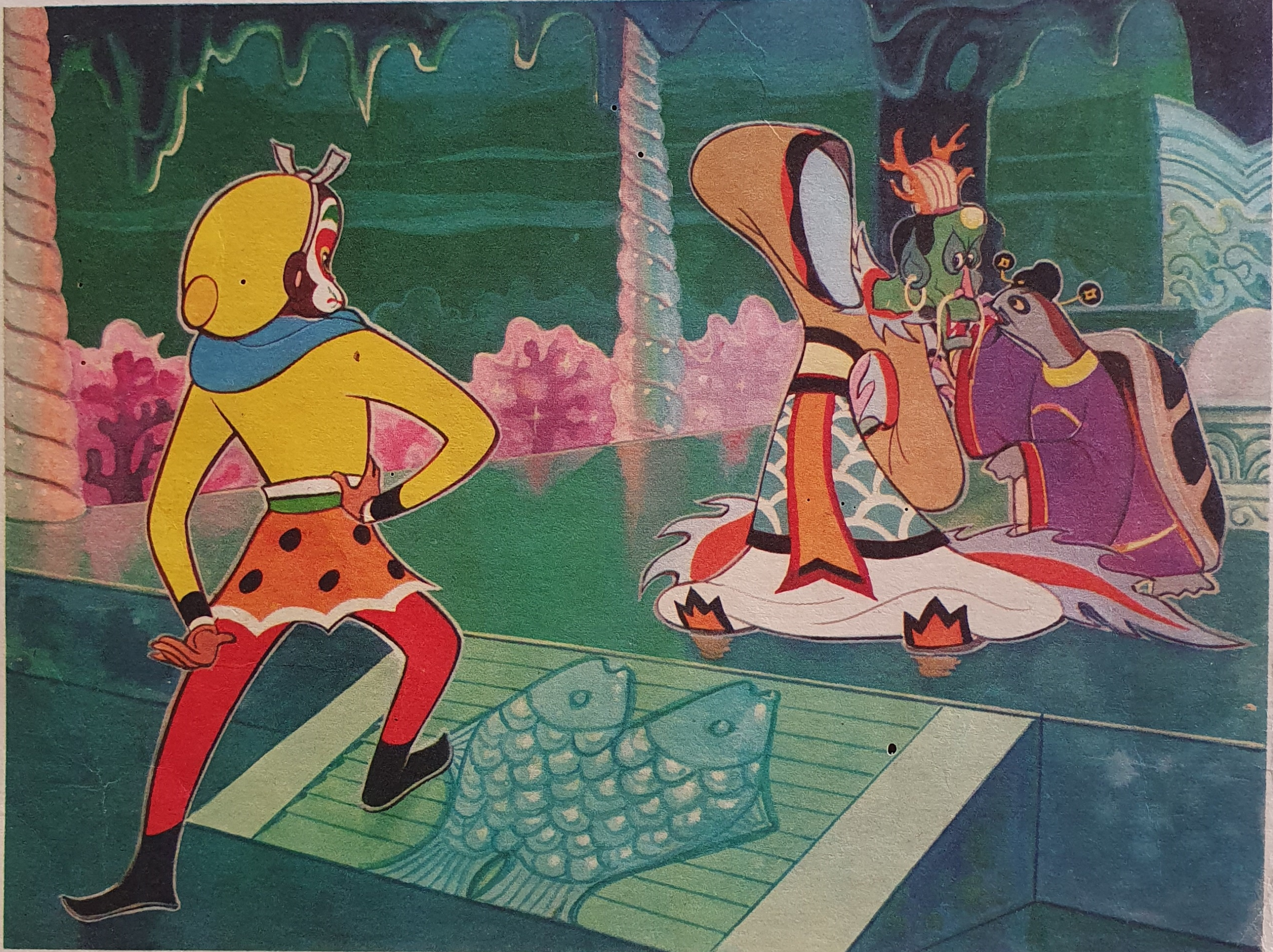
৫. বানর রাজার বীরত্বে সবাই যখন মুগ্ধ, তখনই তার তলোয়ার ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যায়। বানর রাজা খুব হতাশ হয়ে পড়ে। একটি বুড়ো বানর এসে বলে, পূর্ব সমুদ্রের ড্রাগন রাজার কাছ থেকে একটি ভালো অস্ত্র আনা দরকার।



৬. এটা বানর রাজার জন্য সুসংবাদ। গুহার বাইরে পুলের ওপর থেকে সে সোজা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রওয়ানা হয় ড্রাগন রাজার প্রাসাদের দিকে।



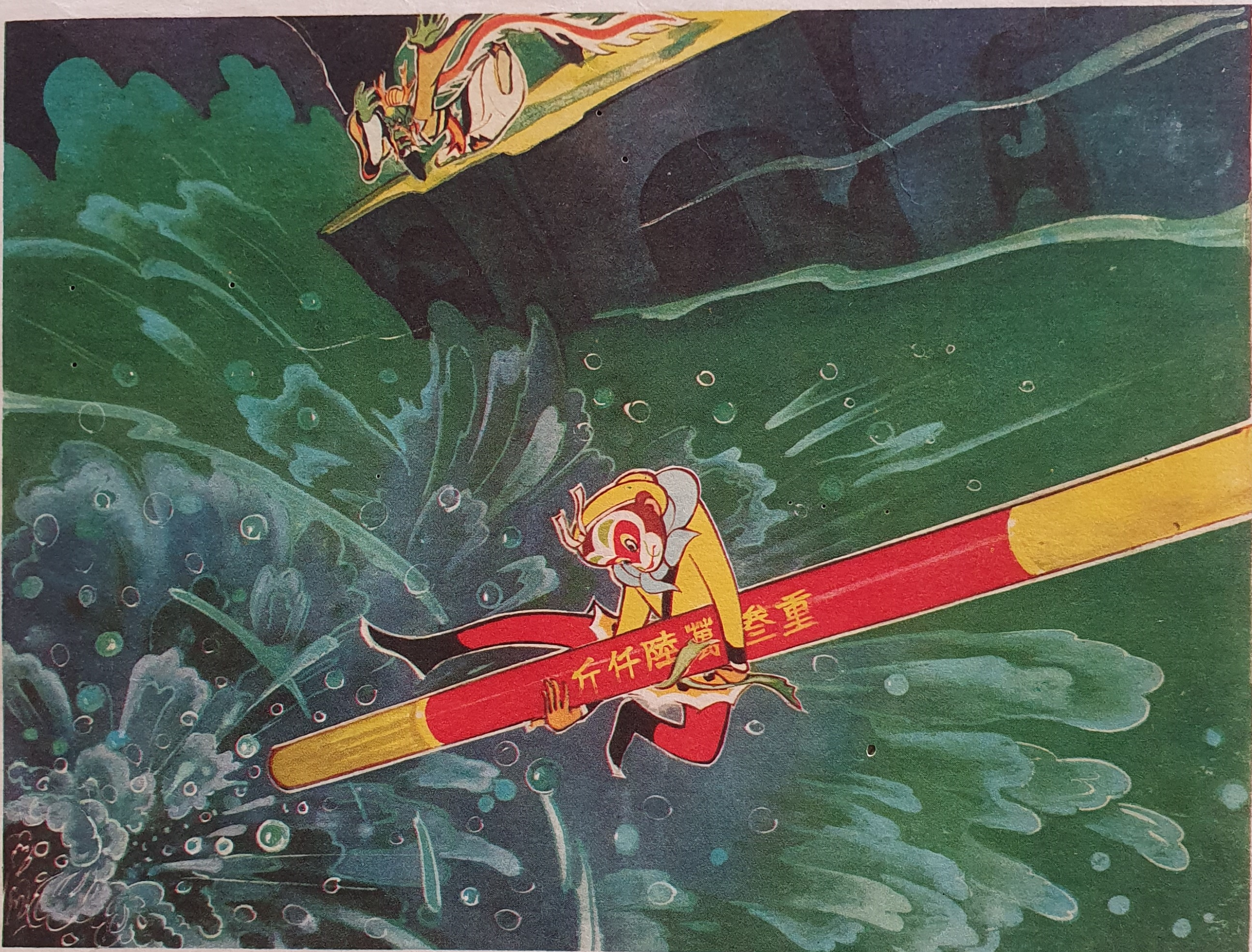
৭. ড্রাগন রাজাকে দরকারের কথা বলতেই ড্রাগন রাজা সাধারণ অস্ত্র দিয়ে বানর রাজাকে ঠকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বানর রাজা হয়ত কোনটা বাঁকিয়ে ফেলে, নয়ত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার কাছে তিনটন ওজনের যুদ্ধ কুঠারও খুব হাল্কা মনে হয়।



৮. ভয় পেয়ে ড্রাগন রাজা বলে, ‘‘তোমার যাদু বিদ্যা ভয়ংকরী। কিন্তু তোমাকে দেবার মত আমার কোন ভারী অস্ত্র নেই।’’ বানর রাজার এসব কথা বিশ্বেস হয় না। তখন প্রধান মন্ত্রী কচ্ছপ এসে ড্রাগন রাজার কানে কানে কি যেন বলে।



৯. ড্রাগন রাজা সাগরের তলদেশে নিয়ে যায় বানর রাজাকে। সেখানে উজ্জ্বল আলোর মত জ্বলছে কি একটা। ড্রাগন রাজা বলে : ‘‘জলকে বশে আনার সময় সাগরকে ঠিক করার জন্য পরাক্রমশালী ইয়ু এই যাদুর পিন ব্যবহার করেছিলেন। যদি এটা তুলতে পার, তাহলে তা তোমার।’’ বানর রাজা সেটা তুলতে এগিয়ে যায়।



১০. এতো পিন নয়, আসলে একশ ফুট লম্বা লোহার একটা থাম। এত মোটা যে বানর রাজা তা শুধু জড়িয়ে ধরতে পারে। বানর রাজা বিড়বিড়িয়ে বলে, ‘‘একটু যদি ছোট হত।’’ যেই কথা সেই কাজ। অমনি সেটা ছোট হয়ে যায়। বানর রাজা মহা খুশী। ড্রাগন প্রাসাদের ভিত কাঁপিয়ে সে তুলে আনে সেটা।



১১. বানর রাজা দেখে তার নতুন মুগুরের দু মাথায় জড়ানো রয়েছে দুটি সোনার পাত। তাতে লেখা আছে : যেমন খুশী ব্যবহার করতে পার এই সোনার পাত জড়ানো মুগুর ; ওজন: ১৮টন। বানর রাজা খুব খুশী। যখন সে বলে ছোট হও, তখন সেটা কশিদা সূইয়ের মত ছোট হয়ে যায় এবং সে সেটা কানে গুজে রাখে। ড্রাগ্ন রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্রাগন রাজা কিছু বলবার আগেই সে চলে যায়।



১২. এবার ড্রাগন রাজা তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। সে স্বর্গে গিয়ে যসম রাজার কাছে বানিয়ে বানিয়ে বলে, বানর রাজা সাগর ঠিক করার যাদুকরী পিন চুরি করেছে, সাগরের লোকজনকে ভয় দেখিয়েছে এবং ড্রাগন প্রাসাদে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। বানর রাজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য সে যসম রাজার কাছে মিনতি করে।



১৩. যসম রাজা বানরের পরিচয় জানতে চাইলে সাদা তারা বলে, ‘‘পাথর থেকে পাঁচশ বছর আগে এই বানরের জন্ম। সে নিজেই নিজেকে অমর বানিয়েছে। তার যাদু বিদ্যা ভয়ংকরী এবং সে ড্রাগন ও বাঘকে পরাস্ত করতে পারে। তাকে ছোট মনে করবেন না।’’ সাদা তারা বলে তাকে বশে আনার উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে বল প্রয়োগ না করে স্বর্গে নিমন্ত্রণ জানানো। যসম রাজা রাজী হয়ে যায়।



১৪. এদিকে বানর রাজা সে থাম নিয়ে ফুল ও ফলের পাহাড়ে ফিরে এলে তা দেখার জন্য বানররা সব তাকে ঘিরে ধরে। এক সময় এটা এত বড় হয়ে যায় যে তা মেঘ ছুঁয়ে যায়, আবার পর মুহূর্তে তা সূঁইয়ের মত ছোট্ট হয়ে যায়। বানররা সব আনন্দে নাচতে থাকে।



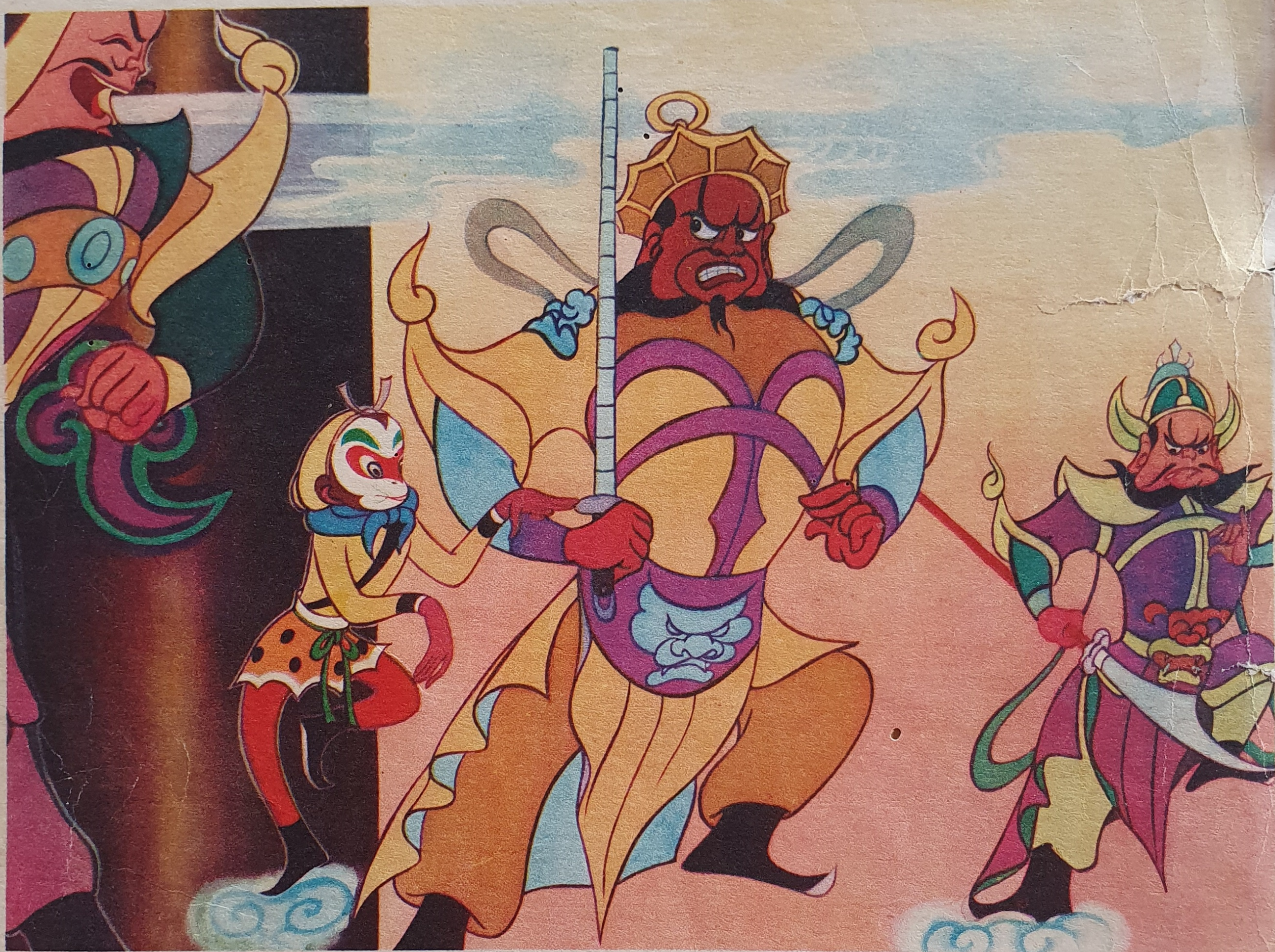
১৫. যসম রাজার আমন্ত্রণ নিয়ে ফুল ও ফলের পাহাড়ে আসে সাদা তারা। বানর ভাবে গেলে বেশ মজা হবে। সে সঙ্গীদের বলে, তার অনুপস্থিতিতে যেন তারা যুদ্ধ বিদ্যা চালিয়ে যায়।



১৬. মেঘের যাদু দিয়ে সাদা তারাকে দৃষ্টির বাইরে পেছনে ফেলে সে এক পলকে ৫৪,০০০ কিলোমিটার দূরে চলে যায়। আরেকটি মেঘের ওপর দিয়ে সাদা তারা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে।



১৭. স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ারের প্রহরীরা ঢুকতে বাধা দিলে মেজাজ বিগড়ে যায় বানর রাজার। ‘‘আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তোমরা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছ না কেন?’’ এই বলে সে মুগুর দিয়ে প্রহরীদের ধাওয়া করতে যাবে এমন সময় সাদা তারা সেখানে এসে সব কিছু মিটিয়ে ফেলে।



১৮. তারা যসম রাজার প্রাসাদে অলৌকিক কুয়াশার ঘরে যায়। বানর রাজা ভাবে দেবতারা দেখতে মজার, মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং তলোয়ার নাড়াচড়া করতে করতে সে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। যসম রাজার সামনে দেবতাদের এক চুল নড়ারও সাহস নেই।



১৯. যসম রাজা আদেশ করে, ''দুষ্ট বানরটাকে নিয়ে এস।'' মাথা নত না করেই বানর রাজা এগিয়ে যায়। সাদা তারা নিজের দোষ কাটানোর জন্য বলে, ''সে মাটির পৃথিবীর দুষ্ট অমর প্রাণী, সে কোন ব্যবহার জানে না।''



২০. যসম রাজা বানর রাজাকে ঘোড়ার সহিস হিসেবে নিয়োগ করে। সাদা তারা ধন্যবাদ জানানোর জন্য বানরকে মাথা নোয়াতে বলে কিন্তু বানর রাজা শুধু তার হাত তোলে এবং চলে আসে। সে জানে না তাকে কি কাজ দেয়া হয়েছে।



২১. বানর রাজাকে রাজদরবারের পোশাক পরানোর জন্য সাদা তারা তাকে প্রাসাদের এক দিকে নিয়ে যায়। পোশাক পরে বানর রাজার অদ্ভুত লাগে। সাদা তারা অভিনন্দন জানাতে এলে তাকে বোকা বানিয়ে তার মাথায় নিজের রাজদরবারের টুপির পালক গুঁজে দেয় বানর।



২২. বানর চলে যাবার পর রাজ আস্তাবলের পালককে ডেকে যসম রাজা বলে বানরকে কড়া শাসনে রাখতে। পালক বুঝতে পারে রাজা কি বোঝাতে চায় এবং সে চলে যায়।



২৩. স্বর্গীয় আস্তাবলে বানর রাজা দেখতে পায় স্বর্গীয় ঘোড়াগুলো অবসন্ন, শক্তিহীন এবং সবগুলো বেঁধে রাখা হয়েছে। বানর সবগুলোকে মুক্ত করে দেয়।



২৪. মুক্তির আনন্দে ঘোড়াগুলো স্বর্গীয় প্রাসাদের চত্বরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। বানর রাজা তাদের সেবা যত্ন করে। গোসল করানোর জন্য মেঘ থেকে বৃষ্টি নামায় এবং এমন ভালোভাবে সেবাযত্ন করে যে ঘোড়াগুলো সতেজ হয়ে ওঠে।



২৫. একদিন হঠাৎ করে রাজআস্তাবলের পালক এসে দেখে ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেগে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "কে এদের ছেড়ে দিয়েছে?"



২৬. তারপর তাকে স্বাগত না জানানোর জন্য সে বানর রাজাকে বকা দেয় এবং বলে যে তাকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যসম রাজা তাকে পাঠিয়েছে। বানর রাজা এবার বুঝতে পারে যসম রাজা তাকে খাটো করে দেখে এবং ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। রেগে মেগে সে রাজপোশাক ছিঁড়ে তা অশ্বপালকের দিকে ছুঁড়ে দেয়। অশ্বপালক উড়ে চলে যায়।



২৭. বানর রাজা রাগে চীৎকার করতে থাকে, ''যসম রাজা তার ঘোড়া দেখাশোনার জন্য আমাকে এখানে ফাঁকি দিয়ে এনেছে। আমি সব বুঝে গেছি।'' সে তার মুগুর দিয়ে আস্তাবল তছনছ করে। স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ার ভেঙ্গে ফুল ও ফলের পাহাড়ে ফিরে যায়।



২৮. যসম রাজা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় রাজা লিকে সে দৈত্য দমনের সেনাপতির ক্ষমতা দেয়। বানর রাজাকে বন্দী করার জন্য পৃথিবীতে সৈন্যসামন্ত পাঠায় রাজা লি।



২৯. ফুল ও ফলের পাহাড়ে উড়ছে বানর রাজার পতাকা। তাতে লেখা : ''মহাজ্ঞানী স্বর্গের সমান''। বাতাসে পতাকা উড়ছে আর আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে।



৩০. সৈন্যসামন্ত, শক্তিমান যাদুর আত্মা এবং শিশু মুখো ছেলে নেযাকে নিয়ে ফুল ও ফলের পাহাড় ঘেরাও করে স্বর্গীয় রাজা লি। প্রথমেই যুদ্ধে পাঠানো হয় যাদুর আত্মাকে।



৩১. বানর রাজা তার বানরগুলোকে পাথরের পেছনে লুকিয়ে রাখে। যাদুর আত্মা তার হাতুড়ি দিয়ে গাছপালা পাথর সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে থাকে।



৩২. বানর রাজা হঠাৎ তাকে মুগুর দিয়ে আঘাত করে। আঘাতের ফলে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে।



৩৩. যাদুর আত্মা রাগে গরগর করতে থাকে, কিন্তু বানরের কাছে যেতে পারে না। বানর ধীরে ধীরে তার মুগুর নেড়ে এত বড় বানিয়ে ফেলে যে যাদুর আত্মা তার নীচে চাপা পড়ে যায়। সে অসহায়ভাবে সেখানে পড়ে থাকে। ছোট বানরগুলো এসে তাকে চিমটি কাটতে থাকে, আঁচড় কাটতে থাকে। আবার বানর তার মুগুরকে ছোট বানিয়ে ফেলে এবং যাদুর আত্মা পালিয়ে যায়।



৩৪. হঠাৎ করে বানরের পেছনে এসে তাকে বর্শা নিয়ে তাড়া করে শিশুমুখো নেযা। বানর বর্শা ঠেকিয়ে দেয়। তার পর শুরু হয় তুমুল লড়াই।



৩৫. নেযা চীৎকার করে ওঠে, ‘‘বদলে যাও।’’ অমনি তার তিন মাথা আর ছয়টি হাত গজিয়ে যায় বানরকে আক্রমণ করার জন্য। বানরও যাদু ব্যবহার করে। সে তিনটি চুল ছিঁড়ে সেগুলোকে তিন বানরে রূপান্তরিত করে। এই তিনটি বানর নেযাকে ঘিরে লড়াই করতে থাকে এবং মেঘের ওপর বসে বানর তা দেখে।



৩৬. নেযা বুঝতে পারে সে বোকা বনেছে, তাই সে আগুনে বাতাসের কুণ্ডলী ছুঁড়ে দেয়। তীব্র আগুনে নকল বানর তিনটি পুড়ে যায় এবং নেযা হাসতে থাকে।



৩৭. বানর নিজেকে আগুনে বাতাসে বদল করে এবং নেযার চারদিকে ঘুরতে থাকে। নেযা মনে করে এটা তারই একটা কুণ্ডলী। সে এতে পা দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে এবং মেঘের ওপর ঢলে পড়ে। বানর তার মুগুরের মাথায় আগুন লাগিয়ে নেযাকে ধাওয়া করে। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে যায়।



৩৮. অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা লি তার লোকজনকে কালো মেঘ বানিয়ে স্বর্গীয় প্রাসাদের দিকে পালিয়ে যায়। বানররা স্বর্গকে ঠাট্টা করতে থাকে। তারা জিতে গেছে।



৩৯. যসম রাজার প্রাসাদে মেঘেরা গায়ক হয়ে গান গায় এবং ফিনিকসরা সুন্দরী হয়ে নাচে। যসম রাজা তা উপভোগ করে।



৪০. যসম রাজা কিছু অমরত্বের শিশির পান করতে যাবে এমন সময় রাজা লি এসে বলে সে যুদ্ধে হেরে গেছে। তার আরো সৈন্য চাই। কথা শুনে যসম রাজা খুব দুঃখ পায়। সাদা তারা এবং রাজা লি দুজনেই পরামর্শ দেয়।



৪১. রাজা লির আরো সৈন্য চাই যাতে সে সব বানরকে হত্যা করতে পারে। সাদা তারা ভাবে, ‘‘মহাজ্ঞানী স্বর্গের সমান’’ বানরকে একথা ভাবতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং তাকে ভুলিয়ে স্বর্গে আনতে হবে শাসনের জন্য। যসম রাজা রাজী হয়ে যায় এবং বানরকে রাজমাতার পীচ বাগানের দায়িত্ব দেয়।



৪২. ফুল ও ফলের পাহাড়ে নিজেদের রাজাকে সেরা ফলটা দেয়ার জন্য তা সংগ্রহ করে বানররা। বানর রাজা যখন অন্যান্য বানরকে নিয়ে খেলছে ঠিক তখনই সোরগোল বেধে যায়। একদল বানর সাদা তারাকে নিয়ে আসে। সে তখন নিজেকে ছাড়াতে ব্যস্ত।



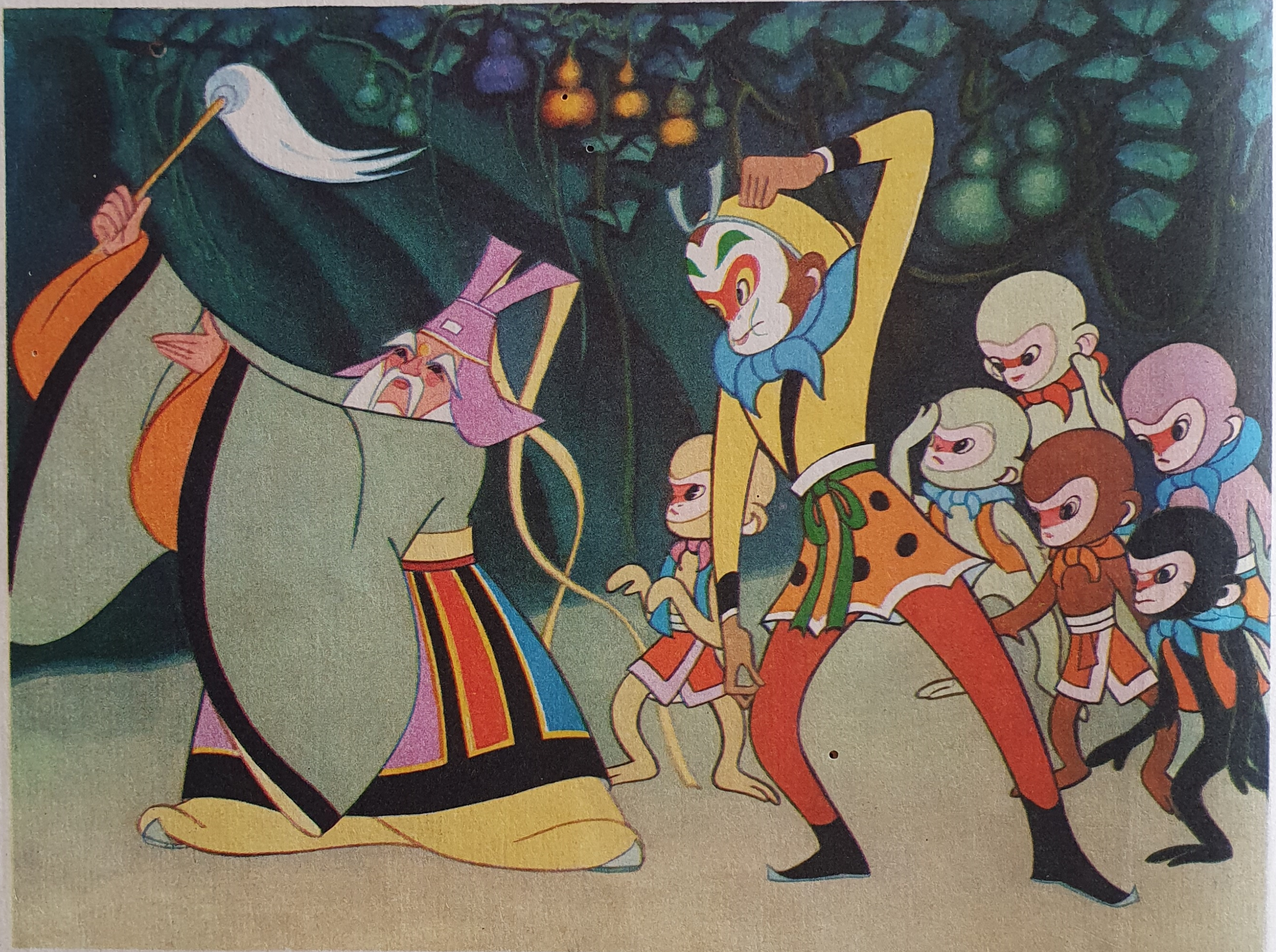
৪৩. তারার টুপি মাথায় দিয়ে বানর রাজার কাছে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে একটি ছোট্ট বানর বলে, ‘‘মহামান্য রাজা, আমরা একটি গুপ্তচর ধরেছি।’’



৪৪. সাদা তারা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, কাপড় চোপড় ঠিক করে। এমনভাব করে যে বানরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য সে রাজকীয় অশ্বপালকের উপর খুব ক্ষিপ্ত। তারপর তাকে এই বলে তেলাতে থাকে যে যসম রাজা তাকে ‘‘স্বর্গের সমান মহাজ্ঞানী’’ হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং স্বর্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।



৪৫. রেগে গিয়ে বানর রাজা বলে, "আমি এখনই স্বর্গের সমান মহাজ্ঞানী। আমি কারো চাকুরির তোয়াক্কা করি না। আমি যাচ্ছি না।" সে সাদা তারাকে উপেক্ষা করে ছোট বানরগুলোর সঙ্গে খেলতে থাকে।



৪৬. বানরকে ভোলাতে না পেরে সাদা তারা আরেকটি ফন্দি আঁটে। সুন্দর ফুল ও ফলের পাহাড়কে প্রশংসার ভান করে সে রাজমাতার অবাক করা পীচ বাগান সম্পর্কে নানা কথা বলতে থাকে। বলে যসম রাজা তাকে এই বাগানের দায়িত্ব দিতে চায়। আবার ফাঁদে পা দিয়ে বানর সাদা তারার সঙ্গে স্বর্গে ফিরে যায়।



৪৭. যসম রাজার প্রাসাদে অলৌকিক কুয়াশার ঘরের বাইরে মহাজ্ঞানীর পোশাক পরে বানর মেঘের গাড়ী ব্যবহার করে না। সাদা তারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক বিদায় নেবার সময় বানর এক লাফে চলে যায়।



৪৮. পীচ বাগানের সামনে দেবতা বানরকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়।



৪৯. দেবতা বানরকে পীচ বাগান ঘুরে ঘুরে দেখায়। যাদুর পীচ দেখে বানর মহা খুশী। সে একটা ছিঁড়তে যাবে এমন সময় দেবতা বাধা দিয়ে বলে, ''তুমি একাজ করতে পারনা। রাজমাতার পীচ ভোজের সময় শুধু এগুলো খাওয়া চলে।''



৫০. ভ্রূ কুচঁকে বানর দেবতাকে বলে, ‘‘গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখব।’’ দেবতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বানর লাফিয়ে গাছে উঠে বেশ কিছু বড়ো যাদুর পীচ খেয়ে ফেলে।



৫১. খাওয়ার তৃপ্তিতে বানরের ঘুম এসে যায়। সে নিজেকে গুটিয়ে খুব ছোট্ট বানিয়ে ফেলে। পীচের একটি পাতা দিয়ে শরীর ঢেকে ডালের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে।



৫২. এদিকে রাজমাতা সাত জন অপ্সরী পাঠিয়েছে পীচ ভোজের জন্য পীচ তুলতে। বাগানের দেবতা বলে, তাদের অবশ্যই "স্বর্গের সমান মহাজ্ঞানীর" কাছে হাজিরা দিতে হবে। অপ্সরীরা তাকে উপেক্ষা করে সোজা বাগানে ঢুকে পড়ে।



৫৩. নাচতে নাচতে অপ্‌সরীরা পীচ তুলতে থাকে। একে অপরকে জিজ্ঞেস করে পীচ এত কম কেন? একজন একটি ডালে কয়েকটি বড় পীচ দেখতে পেয়ে ডালটি নীচে টেনে ধরে।



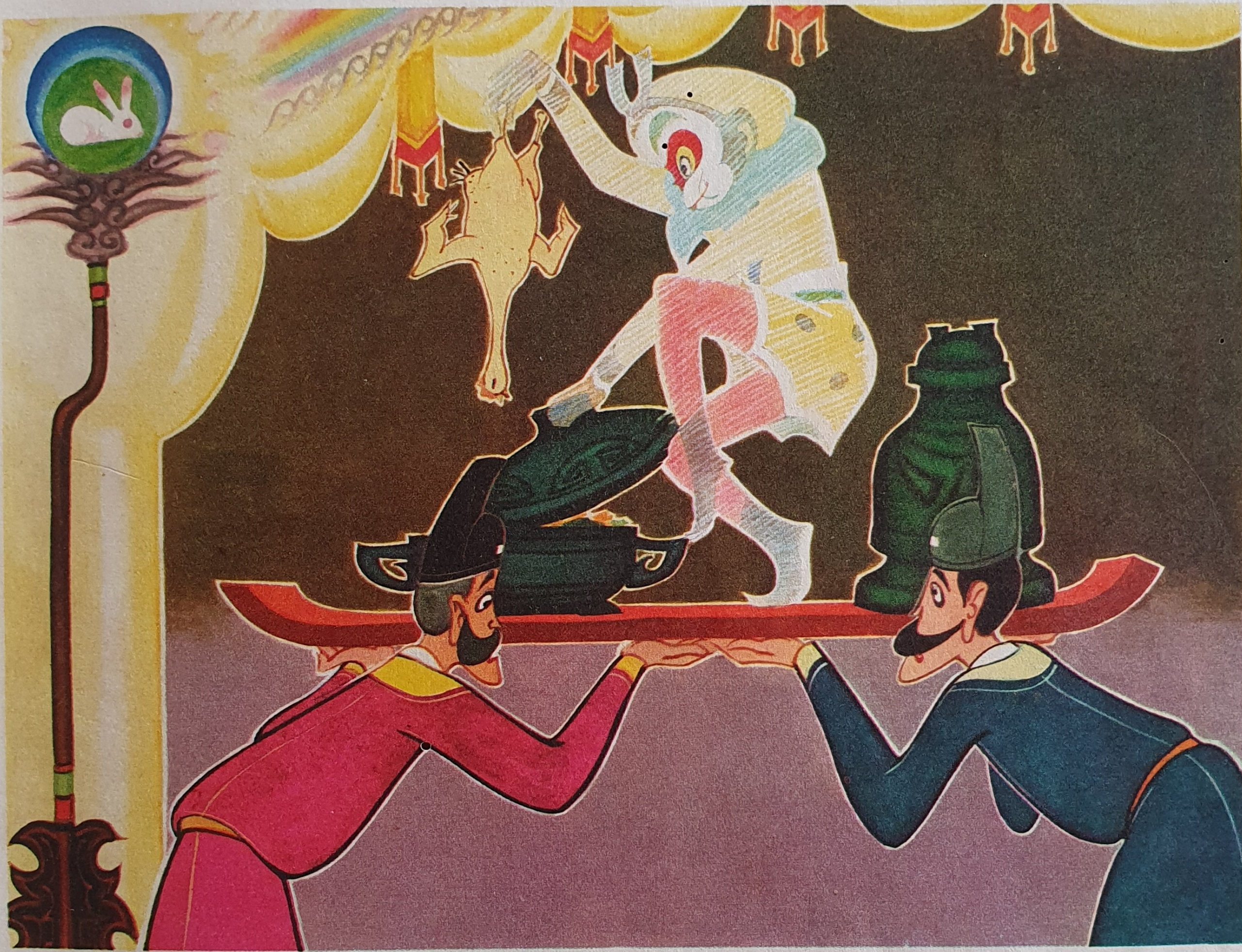
৫৪. এই ডালেই ঘুমিয়েছিল বানর। নড়াচড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে নিজের চেহারায় ফিরে যায়। অপ্সরীরা ভয়ে ছড়িয়ে যায়। বলে, পীচ ভোজের জন্য তারা পীচ তুলছে। বানর জিজ্ঞেস করে, ‘‘ভোজে কোন কোন দেবতারা আসবে?’’ অপ্সরীরা সকলের নাম বলে যায়, কিন্তু সেখানে বানরের নাম নেই।



৫৫. বানর খুব রেগে যায়। বুঝতে পারে সে ফাঁদে পা দিয়েছে। সে যসম রাজাকে গাল দিতে থাকে এবং অপসরীরা আকাশে উড়ে যায়। বানর যাদু দিয়ে তাদের সেখানেই আটকে রাখে।



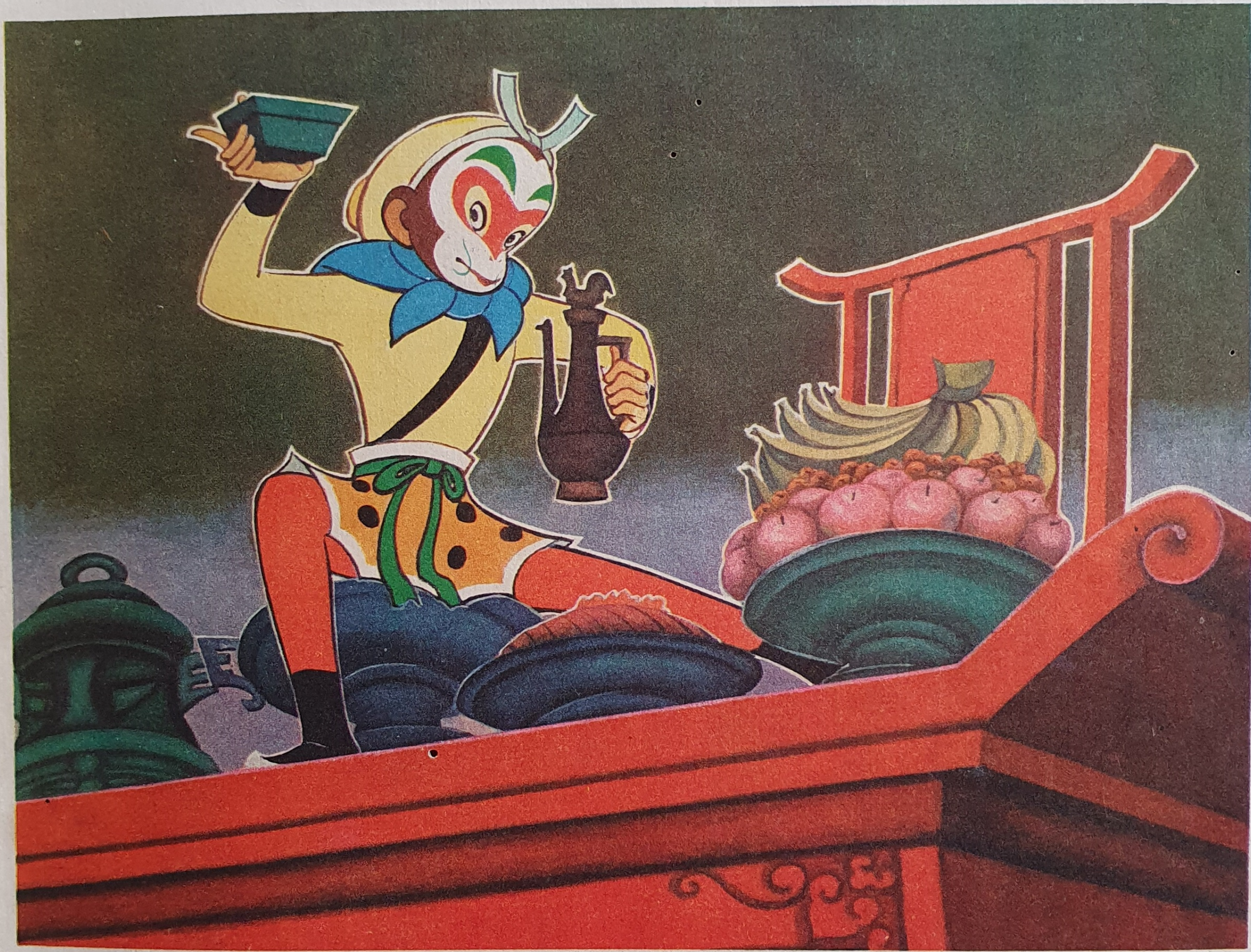
৫৬. বানর রাজমাতার সবুজ পাথরের পুলের দিকে উড়ে যায়। সেখানে জলের ওপর মেঘের মাঝে রঙের খেলা। সবুজ পাথর কেটে বহু কিছু তৈরী করা হয়েছে এবং পানির ঝর্ণায় নাচছে একটি মুক্তো। বানর মুক্তোর ওপর গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে।



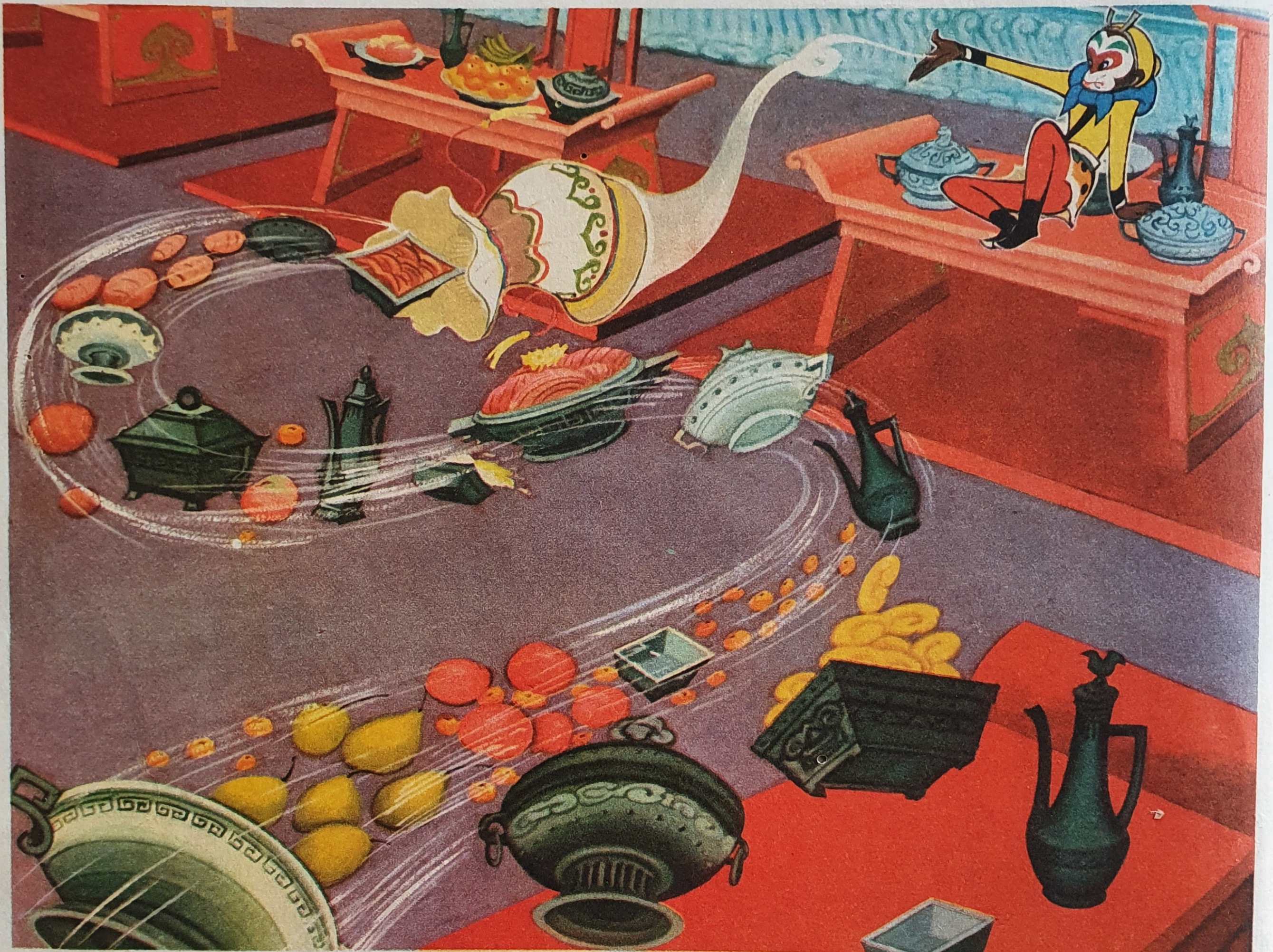
৫৭. সবুজ পাথরের প্যাভিলিয়নে রঙবেরঙের বাতি জলছে এবং ধূপের ধোয়া উঠছে। বানর চুপ করে ঢুকে দেখতে পায় ভোজের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাকররা সব অমরত্বের মদের বড় বড় পাত্র বহন করছে।



৫৮. বানর তার কয়েকটি লোম ছিঁড়ে সেগুলো ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়। লোমগুলো সব ঘুমের পোকা হয়ে দাস দাসীদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়।



৫৯. তারপর বানর তার নিজের চেহারায় টেবিলে গিয়ে বসে। একপাত্র মদ নিয়ে হাসতে থাকে। মদের পাত্র তুলে সে বলতে থাকে, "যসম রাজা, তুমি আমাকে বলোনি। কিন্তু আমি এখন টেবিলে এবং তোমার পীচভোজ সাবাড় করে দেব।" তারপর সে এক চুমুকে মদটুকু গিলে ফেলে এবং খাওয়ার দিকে হাত বাড়ায়।



৬০. সে এত মদ পান করেছে যে তার ঘুম পায়। তারপর তার ফুল ও ফলের পাহাড়ের বানরদের কথা মনে পড়ে। তখন সে যাদু দিয়ে একটি ঝোলা বানিয়ে তার ভেতর সব যাদুর ফল এবং সুস্বাদু খাবার ভরে নেয়। ঝোলাটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে সে হেলতে দুলতে চলতে থাকে।



৬১. ফুল ও ফলের পাহাড়ে ফিরে যেতে চাইলেও মাতাল অবস্থায় সে ৩৩তম স্বর্গে প্রধান দেবতা লাও জি-র তুসিতা প্রাসাদে উড়ে যায়।



৬২. মাতাল অবস্থায় বানর প্রাসাদে ঢুকে পড়ে। প্রধান ঘরটি অন্ধকার। বানর চীৎকার করে। কেউ জবাব দেয়না।



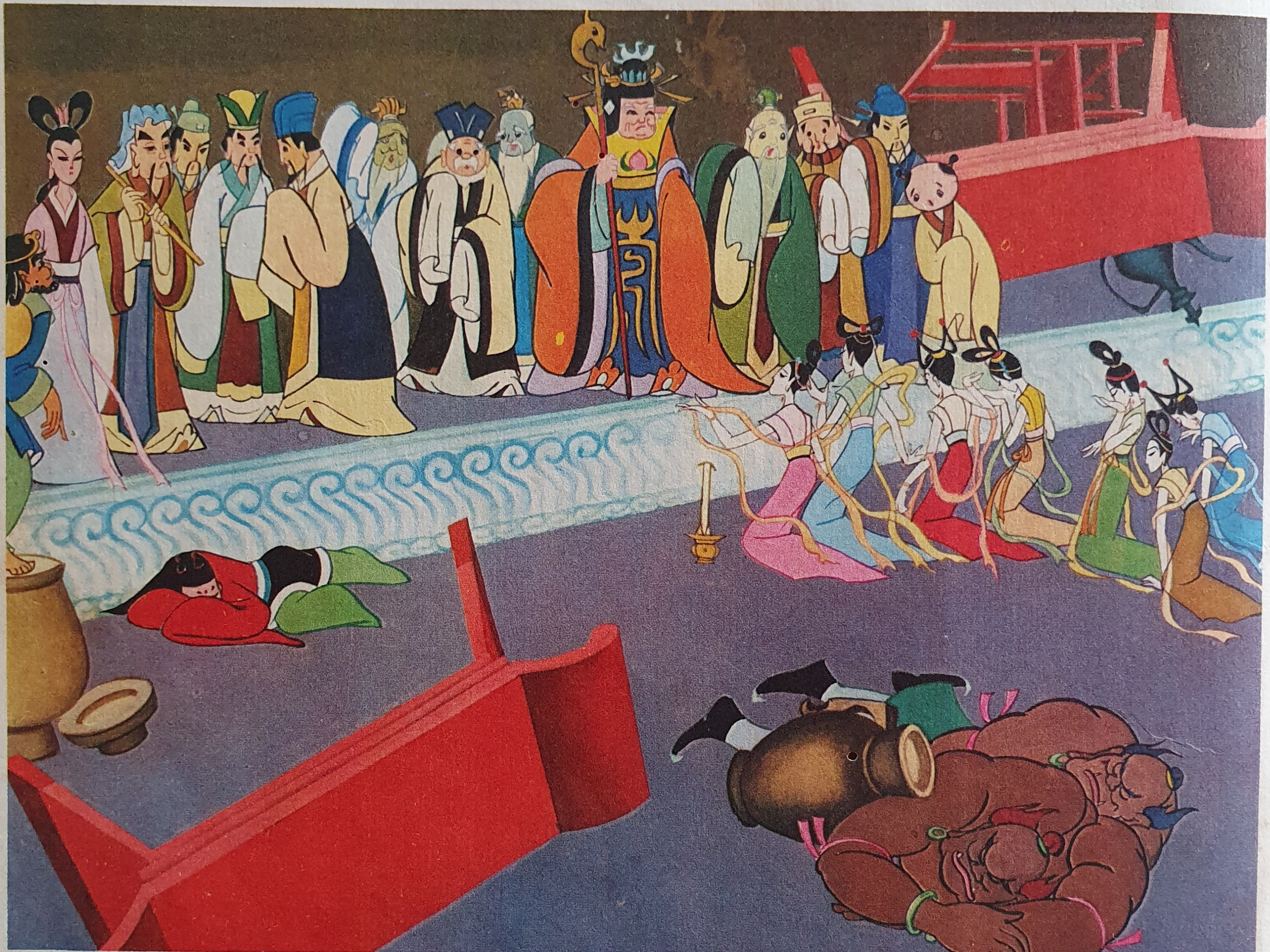
৬৩. বানর আরো ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরমায়ু বড়ি তৈরির কামরা দেখতে পায়। সেখানে পরমায়ু বড়ি তৈরির চুলাও রয়েছে। দেয়ালের সঙ্গেই রয়েছে ব্রোন্জের একটি ঘণ্টা যার ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। উৎসাহের ফলে ঘণ্টা উল্টিয়ে বানর দেখতে পায় তার নীচে একটি কুমড়ো।



৬৪. কুমড়োটি নেড়ে চেড়ে বানর নিজে নিজেই বলতে থাকে : "এগুলো নিশ্চয়ই পরমায়ু বড়ি।" সে ছিপি খুলে বড়িগুলো বের করে। তারপর মুখে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। এবার তার হুঁশ ফিরে আসে। সে বুঝতে পারে সামনে খুব বিপদ, তাই এক লাফে আবার ফুল ও ফলের পাহাড়ে ফিরে যায়।



৬৫. সকলে মিলে অমর পানীয় পান করার জন্য জলের পর্দা দেয়া গুহার ভেতর বানর এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে। ঝোলার ভেতর থেকে যখন যাদুর পীচ, মদ, এবং অন্যান্য খাবার বেরিয়ে আসতে থাকে, বানররা আনন্দে মেতে ওঠে এবং রাজার প্রত্যাবর্তন পালন করে।



৬৬. সবুজ পাথরের ঘরে টেবিল চেয়ার উল্টানো এবং থালা বাসন ছড়ানো ছিটানো দেখে রাজমাতা খুব ক্ষেপে যায়। দাস দাসীরা তখনো ঘুমিয়ে আছে। সাত অপসরী এসে বলে বানর শুধু যাদুর পীচই চুরি করেনি যসম রাজা এবং রাজমাতাকেও অপমান করেছে।



৬৭. বিচার দেয়ার জন্য রাজমাতা সোজা যসম রাজার কাছে চলে যায়। প্রধান দেবতা লাও জি এসে বলে যসম রাজার জন্য বানানো সবগুলো পরমায়ু বড়ি বানর খেয়ে ফেলেছে এবং তার পাহাড়ে ফিরে গেছে। যসম রাজা ক্ষেপে আগুন। সে একলক্ষ সৈন্য দিয়ে স্বর্গীয় রাজা লিকে পাঠায় দুষ্ট বানরকে বন্দী করতে।



৬৮. স্বর্গীয় রাজা লির সৈন্য সামন্তরা ফুল ও ফলের পাহাড় ঘেরাও করেছে। বানরের সৈন্যরাও যুদ্ধের জন্য তৈরী। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বানর। তার মাথার পেছনে উড়ছে ‘‘মহাজ্ঞানী স্বর্গের সমান’’ কথা লেখা পতাকা।



৬৯. চারজন স্বর্গীয় রাজা এসে বানরকে যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে। তলোয়ার রাজা বানরের দিকে তার তলোয়ার ছুঁড়ে দেয়। এটা অসংখ্য তলোয়ারে পরিণত হয়ে তার দিকে উড়ে যায়। বানর মোটেও মাথা ঘামায় না। সে এক গোছা লোম ছিঁড়ে সেগুলো অসংখ্য ছোট ঢালে পরিণত করে। ছোট ঢালে লেগে তলোয়ারগুলো অকেজো হয়ে যায়।



৭০. বীণার রাজা তার যাদুর বীণা বাজাতে থাকে। বীণার শব্দে বানরদের মাথা ঘুরতে থাকে।



৭১. ছাতার রাজা তার যাদুর ছাতা মেলে ধরে। ছাতা থেকে বেরুনো ধোঁয়া সবগুলো বানরকে ছাতার নীচে টেনে নেয়। বীণা বাজানো এবং ছাতা বন্ধ করতে করতে রাজা হাসতে থাকে।



৭২. ছাতার নীচে যখন বানর রাজা হুঁশ ফিরে আসে তখন সে তার মুগুর দিয়ে তাতে ছিদ্র করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। তারপর সে একটি লোম ছিঁড়ে তা দিয়ে ইস্পাতের তুরপুন বানায়। কয়েকবার চেষ্টার পর সে ছাতার মধ্যে এক বিরাট ছিদ্র বানিয়ে ফেলে। ছিদ্র দিয়ে আলো ঢুকতেই বানরদের ঘুম ভাঙে এবং তারা পালিয়ে যায়।



৭৩. বীণার রাজার কাছ্ থেকে বীণা ছিনিয়ে নিয়ে বানর একটানে সবগুলো তার ছিঁড়ে ফেলে। তার ছেঁড়ার শব্দে রাজা দুজন এত ভয় পায় যে তারা পালিয়ে যায়।



৭৪. এবার সাপের রাজা তার মারাত্মক সাপ ছেড়ে দেয়। সাপের মাথায় রয়েছে একটি মুক্তো এবং এক বিরাট লাল জিহ্বা। সাপটি এগিয়ে আসতেই বানর কয়েকবার যুদ্ধ করে। সাপের মাথার মুক্তোটি নজরে পড়তেই সে সেটা কেড়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি মরে যায়।



৭৫. স্বর্গের রাজারা হেরে গেছে দেখে দেবতা এর্লাং বিকট চীৎকার করে ওঠে এবং স্বর্গীয় হাউণ্ড নিয়ে বানরের দিকে তেড়ে আসে। এর্লাং এবং বানরের মধ্যে ভীষণ-লড়াই বেধে যায়।



৭৬. এদিকে মেঘে চড়ে স্বর্গের সৈন্য সামন্তরা ফুল ও ফলের পাহাড়ে লঙ্কা কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। সৈন্য সামন্তরা কাছে না আসা পর্যন্ত বানররা জলের পর্দা দেয়া গুহার ভেতর লুকিয়ে থাকে। তারপর তারা সৈন্যদের দিকে জলপ্রপাত ছুঁড়ে দেয়। সৈন্যরা পালিয়ে যেতে শুরু করলে বানররা তাদের ঘিরে ফেলে এবং আকাশ থেকে টেনে নামায়।



৭৭. আরেকটি আক্রমণের জন্য তৈরী হয় স্বর্গীয় সৈন্য সামন্তরা। এবার তারা ব্যবহার করে আগুনে তীর। বানররা পিছু হটে যায়। তাদের কেউ পানিতে লাফিয়ে পড়ে, কেউ পাথরের ভিতরে লুকোয়।



৭৮. নীচের অবস্থা দেখতে পেয়ে বানর রাজা এর্লাং এর সঙ্গে যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সে তাদের সাহায্য করার জন্য নীচে নামতে চায়। কিন্তু এর্লাং তাকে যেতে দেবে না। পালানোর জন্য বানর চড়ুই পাখী বনে যায়। কিন্তু এর্লাং ঈগল হয়ে তাকে ধাওয়া করে।



৭৯. বানর বার বার তার সাজ বদল করে। কিন্তু, প্রতি বার এর্লাং তা ধরে ফেলে। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর একটু সমান জায়গা দেখতে পেয়ে বানর নিজেকে মন্দির বানিয়ে ফেলে। কিন্তু লেজ নিয়ে সে কি করবে? হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় এবং লেজকে সে পতাকার দণ্ড বানিয়ে ফেলে।



৮০. পাহাড়ে পেঁৗছে এর্লাং আর বানরকে দেখতে পায় না। সে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনা। সে মেঘে ফিরে রাজ্যে ফিরে যাবে এমন সময় দেখতে পায় মন্দিরের পেছনে পতাকার দণ্ড। অথচ এটা সামনে থাকার কথা। তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। সে কপালে আঘাত করে এবং তার তৃতীয় চোখ থেকে যাদুর আলো বের হয়। সে বুঝতে পারে মন্দিরটা আসলে বানর।



৮১. তাদের দুজনের মাঝে আবার যুদ্ধ বেধে যায়। মেঘের ওপর বসে যসম রাজার সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে দেখতে প্রধান দেবতা লাও জি বুঝতে পারে এর্লাং জিততে পারবে না। তাই সে হাত থেকে বিশেষ ব্রেসলেটটি খুলে নিয়ে তা বানরের পেছনে ছুঁড়ে মারে। বানর তা দেখতে পায় না। এটা এসে বানরের মাথায় আঘাত করে এবং সে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গীয় হাউণ্ড বানরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বানরকে বন্দী করা হয়।



৮২. যসম রাজা নানাভাবে বানরকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বানরকে কাটাও যাবে না পোড়ানোও যাবে না, তাই একমাত্র পথ হচ্ছে তাকে প্রধান দেবতা লাও জি-র কাছে দিয়ে দেয়া। সে পরমায়ু বড়ি তৈরির চুল্লীতে কয়েকদিন ধরে তাকে সেদ্ধ করবে। কয়েকদিন ধরে সেদ্ধ করার পর চুল্লী থেকে আর কোন শব্দ বের হয় না। দেবতা লাও জি চুল্লী খুলতে আদেশ দেয়।



৮৩. চুল্লীতে জ্বাল দেয়ার পর বানরের চোখ এখন রক্ত মাখা হয়ে উঠেছে। মাথা বাড়িয়ে দিলে লাও জি মনে করে এগুলো পরমায়ু বড়ি এবং তা নেয়ার জন্য সে হাত বাড়ায়। বানর তার হাত কামড়ে দেয়। সে ব্যথায় চীৎকার করে ওঠে। তারপর বানর চুল্লী থেকে বেরিয়ে এসে লাথি মেরে তা ফেলে দেয় এবং যসম রাজার প্রাসাদে অলৌকিক কুয়াশার ঘরে যায়।



৮৪. স্বর্গীয় সেনাপতিদের কাবু করে বানর অলৌকিক কুয়াশার ঘরে প্রবেশ করে। রাজা লি যাদুর প্যাগোডা দি বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বানর তা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। যসম রাজা মেঘের ওপর পালিয়ে যাবার সম সাদা তারা তার পথ আগলে থাকে। বানর প্রাসাদকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। তারপর বিজয়ের আনন্দে হ